অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা।
কারণ আপনারা ভালোবাসলে তবেই আমাদের পথচলা সার্থক।

আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে -

মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com

যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন - দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন-৭১২৬০১

তিতির পাখির বাসা

ধারাবাহিক

জয়া চক্রবর্তী

ফায়ারপ্লেসের ঝলসে ওঠা আলোয় খোলা চুলে বসে থাকা তিতিরকে অসাধারণ লাগছে। সুদর্শন কষ্ট করে চোখ ফিরিয়ে ডিনারে মনোযোগী হল।

তিতির খেতে খেতে নিজেই সকালের অভিজ্ঞতা শেয়ার করল সুদর্শনকে। তুহিনের কথাও বাদ দিলো না।

সুদর্শন বলল, কাল সকালে বের হতে হবে তাই ঘুমটা দুজনের জন্যই খুব জরুরি।

হাত মুখ ধুয়ে তিতির সোজা কম্বলের ভিতর। সুদর্শন লাইট নিভিয়ে কম্বলের ভিতর ঢুকতেই তিতির নিজে থেকেই ওকে জড়িয়ে ধরল।

ঠাণ্ডার জন্য, নাকি আবেগে, সুদর্শন বুঝতে পারল না।

তবে ভালো লাগল। তিতিরের কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে নিজেও ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে দুজনে রেডি হয়ে ব্রেকফার্স্ট সেরে গাড়িতে গিয়ে বসল। আজ ওদের সাথে আর একটি হানিমুন কাপল শেয়ারে যাচ্ছে। ওদের দেখে তিতিরের অচিন্ত্য আর দিয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

জীবনে কিছু কথা, কিছু ঘটনা স্মৃতি হয়েই রয়ে যায়, হারিয়ে যায় তার আগে পরের অনেক কিছু।

সুদর্শন সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছে। তিতির সুদর্শনের ঠিক পেছনে। ওরপাশে ওরা দুজন।

সুদর্শন পাশে না থাকলেও মাঝে মাঝেই ঘাড় ঘুরিয়ে তিতিরের সাথে কথা বলছে।

পাশের দুজন হিন্দিভাষী। তিতির তাই ওদের সাথে কথা বাড়ায়নি। সেইবার চেন্নাইতে তিতিরের হিন্দি নিয়ে বন্ধুরা যেভাবে ওর পিছনে লেগেছিল তাতে তিতির সাহস করে আর হিন্দি বলতে যায় না। সোলাং ভ্যালি আর রোটাং পাস দুটো জায়গাতেই ওরা অনেকক্ষণ সময় ধরে রইল।

রোটাং পাসে বরফে স্লিপ করে দুজনেই পড়লো বেশ কয়েকবার। তারপর এক সময় তিতিরের বায়নাতে সুদর্শনও ওর সাথে হাত লাগাল বরফ দিয়ে স্নো-ম্যান বানাবার।

বারবার করে ওরা স্নো-ম্যান বানাচ্ছে।

তারপর বরফের বল বানিয়ে নিজেরাই টিপ করে ভেঙে ফেলছে।

বরফের ওপর রোদের দাপটে সোয়েটার, জ্যাকেট কিছুই গায়ে রাখা যাচ্ছে না।

তিতির এবার বুঝল, মুভিতে এইজন্যেই হয়তো বরফের পাহাড়ে নায়িকারা স্বল্পবসনে নাচ গান করে থাকে। অনেক হইচই করে দিনটা কেটে গেল।

ফেরার পথেও সুদর্শন সামনেই বসল। তিতিরের পাশের মেয়েটি নিজে থেকেই তিতিরের সাথে কথা বলতে শুরু করেছে। বাধ্য হয়ে তিতিরকেও বলতে হচ্ছে।

তিতিরের দারুন হিন্দি শুনে সুদর্শন আর নিজের হাসি ধরে রাখতে পারছে না।

ব্যাপারটা গাড়ির লুকিং গ্লাসে খেয়াল করে তিতির গুম গুম করে দুটো কিল মারল সুদর্শনের পিঠে।

সুদর্শনের মুচকি হাসি এবার অট্টাহাস্যে বদলে গেলো। তিতির নিজেও হেসে ফেলল।

হোটেলে ফিরে ফ্রেস হয়ে দুজনেই ব্যাগ গোছাতে শুরু করল। সকালেই বাসে করে চণ্ডীগড়। ওখান থেকে ট্রেনে হাওড়া। সুদর্শন বলল, ফিরে গিয়েই ডিভোর্স চাই তাইতো? তিতির ছোট্ট করে বলল 'হুম'।

ডিভোর্স নেওয়ার পর বিয়ে করে নিও তোমার মনের মতো কাউকে। সুদর্শনের কথায় তিতির হেসে বলল, বিয়ে করব কে বলল?

তাহলে ডিভোর্স কেন তিতির? সুদর্শনের কথায় ওর ভিতরের যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। তিতির কোনও উত্তর দিল না। শুধু হাত বাড়িয়ে সুদর্শনের চুলটা ঘেঁটে দিল।

সুদর্শন তিতিরের হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, ডিভোর্সের পরের প্ল্যানিংটা তো জানাবে। তিতির বলল, পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করব হোস্টেলে থেকে। চাকরির পরীক্ষাগুলোও দিতে থাকব। তোমাদের বাড়িতে থেকে সে সব হবে না।

সুদর্শনের ব্যথিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বিয়ে করে নিও।

সুদর্শন বলল, একবার করেছি তো, আর নয়। তবে তোমায় আমার জন্য আটকাবো না। তুমি নিজের স্বপ্ন পূরণ কর।

তিতির চুপ করে আছে দেখে সুদর্শন বলল, আমি কিন্তু ডিভোর্সের পরও তোমার সাথে যোগাযোগ রাখব, তুমি ভালো আছো দেখলে ভালোই লাগবে আমার।

তিতির কোনও উত্তর না দিয়ে ছোট্ট করে হাসল।

সুদর্শন বলল, চলো ছাদে হেঁটে আসি। তিতির জ্যাকেটটা চাপিয়ে ওর পিছন পিছন ছাদে গেল।

সুদর্শন বলল, বাড়িতে যখন তুমি ঘুমিয়ে থাকতে, আমি ছাদে গিয়ে ঘুরতাম। মাঝে মাঝে মনে হতো তুমি ঘুম ভেঙে আমায় বিছানায় না দেখে ছাদে চলে আসবে। আমরা একসাথে বসে অনেকটা সময় গল্প করে কাটাব।

একটু থেমে বলল, কিন্তু তুমি আসনি কখনও। জানো তিতির জীবন বড়ো হোক চাই না, শুধু চাই দামি কিছু মুহূর্ত। চোখ বোজবার সময় সেই মুহূর্তগুলো নিয়ে ভাবতে চাই।

তিতির তোমার সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে মূল্যবান, ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি তোমায়। সুদর্শনের কথা বলতে বলতে গলা ধরে যাচ্ছিল। তিতিরের নিজেকে এবার ভীষণ অপরাধী ভাবতে শুরু করল। সুদর্শনকে বলল, আপাতত ডিভোর্স কেন্সেল।

প্লিজ করুণা করো না। আমি নিতে পারি না। একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম মাত্র। তুমি ফিরে গিয়েই তোমার কাঙ্ক্ষিত সইটা পেয়ে যাবে। আমি গিয়েই ব্যবস্থা করব মিউচুয়াল ডিভোর্সের।

সুদর্শনের কথায় তিতির কি খুশি হতে পারল? এর উত্তর তিতিরেরও জানা নেই।

তবে সুদর্শনকে ছুঁয়ে আসা এক ঝাঁক মলয় বাতাসের পাগলামি তিতিরকে ছুঁয়ে গেল। শিরশির করে উঠল তিতিরের শরীর, ওর গোলাপি আমন্ত্রণী ঠোঁট, অমাবস্যা চুল।

তিতির বললো, নীচে চলো, ছাদে খুব ঠাণ্ডা। সুদর্শন বলল, তুমি যাও আমি একটু পরেই আসছি। তিতির একাই নীচে চলে আসতে পারত। কিন্তু সুদর্শনের মনের অবস্থা দেখে সেটা করল না।

তিতির সুদর্শনের দিকে এগিয়ে গিয়ে জোর করে নিজের দিকে ওর মুখটা ফেরালো। অবাক হয়ে দেখল, সুদর্শনের বন্ধ চোখ থেকে অঝরে জল পড়ছে।

সুদর্শনের মুখটা দুহাতের মধ্যে তুলে নিয়ে, সামনের দিকের পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, সুদর্শনের চোখের পাতার ওপর ঠোঁট ছোঁয়াল তিতির। গালের গড়িয়ে পড়া জল শুষে নিতে থাকল ঠোঁট দিয়ে। সুদর্শন নিজের বুকে চেপে ধরল তিতিরের মাথাটা। প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে যেতে থাকল তিতির, ভিজে যেতে থাকল সুদর্শন।

আজ আমাদের নির্বাচিত দুই কবি বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও চন্দনা মণ্ডল

কবি বিপ্লব কুমার বিশ্বাসের জন্ম ১৯৭৪ সালে। পেশায় শিক্ষক। বর্তমানে থাকেন উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটির অরবিন্দ পল্লীতে। তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে কলম, প্রত্যহিক খবর, উত্তর বাংলা, কলেজস্ট্রিট, একুশ শতক, ত্রিপুরা প্রবাহ, দৃপ্তকণ্ঠ প্রভৃতি শতাধিক পত্রপত্রিকা ও লিটিল ম্যাগাজিনে। কবিরত্ন, সৌহার্দ্য সম্মান, পল্লীবীক্ষণসহ পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মান।

অবশেষে

প্রাচীন কালে নাম ছিল সোমরস
বর্তমানে অমৃত ভেবে পান করে
গলা জ্বলছে অনুভব হয়,
আগুন জ্বলছে বুঝে যেভাবে নেভায়
আরও আরও তরল পান করে চলে।
পান করে চলে, বোকার মতো
ভাবে স্বর্গে বাস করছে, রাজা
আমিও কয়েক শতাব্দি ধরে চেষ্টায় আছি
পান করার ইচ্ছে কিঞ্চিত কমাবো,
প্রতারক লেখনী থেকে দূরে থাকবো
স্বপ্নেও দেখি, কবরে শুয়ে
পানীয় পানের ছবি,
মানুষ পানীয় খায় না, পানীয় মানুষকে খায়
এখন এ দেহ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে,
বউ, বাচ্চা প্রাচীনকাল।
অবশেষে নেশার বিরুদ্ধে প্রচার চালাবো।

না দিলে কী হয়

কৃষ্টির ধারক নও তুমি
অথচ একদিন ছেঁড়া মন্তব্য
তোমার ভাষায়, তোমার মত বলেছিলে
নিগৃহীতা কোনও সূর্যকে।
যখন জোনাকি রাতে
আলোর ভগ্নাংশ খুঁজতে খুঁজতে
ক্লান্ত বাতাস, ক্লান্ত বিবেক, মানুষ ...
ভয় হয়, তখন যদি তুমি জীবিত থাকো!
সময়ের অভিযোজন প্রাগৈতিহাসিক
মেসোপটেমিয়া থেকে ধ্বংসাবশেষ হয়ে
তোমারই হিত-অহিত সাধনার কারণ।
বলেছিলে, — 'ঐ মহিলাটা সিঁথিতে
সিঁদুর দেয় না কেন?'
তুমি পুরুষ, পৌরুষ-ধ্বজা বাহক,
বলো দেখি, না দিলে কী হয়?

ভাবনা

কবি যখন কবিতা লিখলো
সেকথা জানালো কবিবন্ধুকে;
দায়িত্ব নিয়ে কবিবন্ধু বললো—
ধীরে ধীরে তুমি এগিয়ে চলেছো
মৃত্যুর কাছাকাছি শ্মশানের পথে।
অবশেষে সময়ের বাঁধন,
বিস্তর অন্ধকারের মাঝে
কবির বার্ধক্য আসে।
ঐ কবিবন্ধুর সাথে আবারও দেখা
কবি অকাতরে জানালো তাকে—
আর বোধহয় পৃথিবীতে থাকা হবে না।
কবিবন্ধু বড়ই শুভাকাঙ্খী,
মন্তব্য করলো – 'কবিতা লেখো,
যদি হাজার বছর বাঁচতে চাও....।'

ভাঙন

সময় বয়ে গেছে
এখন আর প্রেম নেই
আগুনে ঢাকা ছাই
বলেছিল, সে আমার
ভালোবাসা সাথে নিয়ে যাবে
খোঁজ নেই তোমার
নদীর ভাঙনে ভেঙে সব একাকার
জীবন এখন ভেসে যাবে
শৈশব কবে আসবে ফিরে?

কবি চন্দনা মণ্ডলের লেখালেখির শুরু খুব ছোটবেলা থেকেই। জন্ম বাংলাদেশের বিক্রমপুরের পাঁচরুখি গ্রামে। ছোটবেলা কেটেছে ঘূর্ণি জলঙ্গির তীরে। পড়াশোনা কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ থেকে। পরবর্তীকালে শিক্ষকতা করেছেন শক্তিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্বামী প্রভাতরঞ্জন মণ্ডল একজন সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী। মাঝে মধ্যেই তার বাড়িতে বসে সাহিত্যের আসর। একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তার প্রকাশিত বই কবিতার ভ্রূণ ও কবিতার বই। গল্পের বই গল্প সপ্তক। উপন্যাস ক্যাক্টাস আজও কাঁদে। অসহায় গরিব মানুষদের পাশে থেকে বেঁচে থাকার ইচ্ছে রয়েছে অফুরন্ত।

পিছু ডাক

সুখ চাইতে গেছে
সুখ নামের এক পাখি
সব চাওয়া মিটিয়ে দিলে তুমি
কত বলতাম, যেও না, ফিরে এসো
শোনোনি সে ডাক
খবর পেলাম, তুমি রাস্তায় লুটিয়ে
তোমার এমন পরিণতি আমি চাইনি
কেন যে পিছু ডাক শোনোনি!

ভালোবাসতে চেয়েছি

ভালোবাসতে চেয়েছি
বিফলতা ফিরে ফিরে এসেছে
আনন্দ পেতে চেয়েছে মন
ভালোবাসা অন্ধকারে ঢাকা আছে
ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সে
ভালোকথা বলার অন্ত নেই
তবু চারিদিকে শূন্যতার হাহাকার
পথ চলতি দেখা মনেও শূন্যতা
চেয়ে আছি আগামীর দিকে
কবে আসবে ভালোবাসার সন্ধে।

তোমাকে চাই

এখনও তোমাকেই চাই
তাই তো ফিরে ফিরে আসি।
তোমার গায়ে গা লাগিয়ে
শুয়ে থাকব আকাশের দিকে মুখ করে।
ভালোবাসায় কোনও শর্ত থাকবে না
পাতা ঝরে পড়বে মাটিতে।
আমরা পাতা নিয়ে খেলা করব
ভুলে যাব এই জগৎ সংসার।
তোমার সুবাস মেখে শুয়ে থাকব
আকাশের দিকে মুখ করে।